দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-২৫

খন্দকার জাহিদ হাসান

‘পশুপাখী ও মানুষের ইতিকথা’

[অনেক অনেকদিন আগের কথা। মানুষ তখন পর্বতগুহা ও বৃক্ষশাখার আশ্রয় ছেড়ে সবেমাত্র স্বহস্তে নির্মিত গৃহে বসবাস করতে শুরু করেছে। তবে তখনও কোনো গৃহপালিত প্রাণী তাদের গৃহে স্থানলাভ করেনি। একদিন মানুষ বনের পশুপাখীদেরকে এক যুগান্তকারী উদাত্ত আহ্বান জানালো।]

মানুষঃ ওহে বনের পশুপাখীরা! আমাদের কিছু পশুপাখী দরকার। তোমাদের কারো ইচ্ছে হলে আমাদের সংগে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারো।

পশুপাখীরাঃ তোমাদের মতলবখানা কি, খুলে বলো দেখি? বিনা স্বার্থে তোমরা তো কিছুই করো না! এতদিন তো আমাদের অনেককেই বেধড়ক মেরেছো, এখনও মারছো। এখন আবার কি চাও?

মানুষঃ না-না, ভয় পেয়ো না। যারা আমাদের সাথে থাকতে আসবে, তাদেরকে মারা হবে না। মাথায় তুলে রাখা হবে। আমাদের পরিবারের সদস্য হিসাবে তাদেরকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হবে।

পশুপাখীরাঃ তোমাদেরকে আবার বিশ্বাস করা যায় নাকি? তোমরা তো বিশ্বাসের অযোগ্য!

মানুষঃ আরে, কি যে বলো! আমরা পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নামে শপথ করছি, আমাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করো।

পশুপাখীরাঃ ‘পবিত্র ধর্মগ্রন্থ’? সেটি আবার কি বস্তু?

মানুষঃ (উপহাসের সুরে) পবিত্র ধর্মগ্রন্থ চেনো না? ধিক্ তোমাদেরকে! আসলে এখানেই আমাদের সাথে তোমাদের পার্থক্য।.... যা হোক, যা বলছিলাম। আমরা যা খাবো-পরবো, তোমাদেরকেও তা-ই খেতে-পরতে দেওয়া হবে। শুধু তা-ই নয়.....

পশুপাখীরাঃ (বাধাচ্ছলে) দাঁড়াও বাপু! আমাদের কিছু পরা-টরার দরকার হয় না, তা তোমরা ভালো ক’রেই জানো। তা ছাড়া তোমরা যা খাও, তা খেয়ে আমাদের পোষাবে না। সুতরাং এই বেলা অন্য রাস্তা দ্যাখো!

মানুষঃ (রাগতঃস্বরে) আচ্ছা, ঠিক আছে। কিভাবে তোমরা ভালো থাকো, তা দেখা যাবে! আমরা তোমাদের বংশ নিপাত ক’রে ছাড়বো।

[অতঃপর মানুষ বিদায় নিলো। আর ওদিকে বাঘ-সিংহের যৌথ সভাপতিত্বে বনের মাঝে পশুপাখীদের এক জরুরী সভা বসলো।]

গরু-ছাগলঃ আমরা মনে করি, এখন-ই আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার।

হরিণ-জেব্রাঃ আমরাও তা-ই মনে করি।

বাঘ-সিংহঃ কি ধরণের সিদ্ধান্ত?

হরিণ-জেব্রাঃ তোমরা বাঘ-সিংহরা যেভাবে আমাদের সাবাড় ক’রে চলেছো, তা আমাদের জন্য রীতিমত আশংকাজনক।

গরু-ছাগলঃ ঠিক কথা। এখন-ই এর একটা সুরাহা হওয়া দরকার। নইলে আমরা মানুষের সাথে গিয়ে থাকবো।

বাঘ-সিংহঃ বটে! তার মানে, আমরা আর তোমাদেরকে খেতে পারবো না? সে কি ক'রে হয়! আমরা তা হলে কি খেয়ে বাঁচবো?

গাধাঃ কেন, আমরা যা খেয়ে বাঁচি!

বাঘ-সিংহঃ (গাধার উদ্দেশ্যে) তুমি দেখছি আসলেই গাধা! আর যা কিছু খেয়েই হোক, ঘাস খেয়ে রাজত্ব করা যায় না।

বানরঃ (উচ্চৈঃস্বরে হাসতে হাসতে) একেবারে খাঁটী কথা মহারাজ! এই ছাগল-ভেঁড়া, গরু-গাধা, এরা সবাই এক-ই প্রকৃতির। এদের মাথায় ঘিলু বলতে কিচ্ছু নেই। ঘাস খায় তো!!

[বানরের হাসির দমক দ্বিগুণ বেড়ে গেল।]

হাতীঃ (বাঁকা চোখে বানরের দিকে তাকিয়ে) এই যে বানরমশাই, এত হাসির কিছু নেই। যতো হাসি ততো কান্না, বলে গেছেন হস্তীকন্যা...

বানরঃ তুমি আবার এত ক্ষ্যাপো কেন হাতীর পুত?

হাতীঃ না, কথা হলোঃ আমরাও তৃণভোজী কিনা! তোমার কথায় কিভাবে যেন আমাদের গায়েও খোঁচা লাগে।

গন্ডারঃ ঠিক বলেছো হাতীভাই।

বানরঃ (গন্ডারের উদ্দেশ্যে) তোমার গায়েও খোঁচা লাগে নাকি? বলিহারি তোমার গায়ের চাম্‌ড়া বাবা!

[আবার হাসতে থাকলো বানর।]

গন্ডারঃ (সকলের উদ্দেশ্যে) যেহেতু মানুষের সাথে বানরের চেহারার যথেষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে, সেইহেতু আমার মতামত হচ্ছেঃ মানুষের সংগে যদি আমাদের কাউকে থাকতেই হয়, তবে বানরই থাকুক গিয়ে। উভয়ের স্বভাব-চরিত্রেও খুব মিল রয়েছে, মানাবে ভালো।

[এবার গাধা তৃপ্তিসহকারে হাসতে আরম্ভ করলো। এতক্ষণে জব্বর জব্দ হোয়েছে বাঁদর ব্যাটা!]

বাঘঃ (ধমকের সুরে) খুব হোয়েছে! আর কোনো ফাল্‌তু কথা নয়। এবার আমার কথা সকলে মনযোগ দিয়ে শোনো। যেহেতু মানুষ আমাদের ক্ষতি করবে বলে ভয় দেখিয়ে গেছে, সেইহেতু আমাদের মধ্যে থেকে অন্ততঃ একজনকে হলেও ওদের সাথে বসবাস করার জন্য যাওয়া দরকার।.... এবং আমার বিশ্বাস, এতদুদ্দেশ্যে সর্বসম্মতিক্রমে নেংটি ইঁদুরকে পাঠানো যায়।

[সবাই তারঃস্বরে ব্যাঘ্ররাজের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করলো। নেংটি ইঁদুর কিচির-মিচির ক'রে কি যেন বলছিলো। সম্ভবতঃ সে তার আপত্তির কথাই তুলে ধরার চেষ্টা করছিলো। তবে ব্যাঘ্ররাজের ধমকে নেংটি ইঁদুর চুপ্ মেরে গেল।]

বাঘঃ (নেংটি ইঁদুরের উদ্দেশ্যে) চোপ্! বেশী কথা বললে খবর আছে! তোর স্বভাব খুব খারাপ। খালি এর কথা ওর কাছে লাগানি-ভাংগানি করিস্। সেদিন বিড়ালমাসীও এক-ই অভিযোগ করলো। তাই আমাদের প্রাণী-সমাজে আর তোর জায়গা নেই। যা ভাগ্!!

[মনের দুঃখে নেংটি ইঁদুর বিদায় নিলো। তারপর মানব-সমাজে তার স্থান হলো। প্রথমে মানুষ খুব খুশী হলো বনের প্রাণীদের একজনকে পেয়ে। কিন্তু অল্পদিনের

মাঝেই তারা টের পেলো কি ভয়ানক এক চীজ এই নেংটি ইঁদুর। তাই এবার সে বল্লমহাতে সরাসরি বাঘের সংগে দেখা করলো।]

মানুষঃ দ্যাখো, বল্লমের খোঁচায় যদি মরতে না চাও, তো শিগ্রী তোমাদের এই নেংটি ইঁদুরকে তোমরা ফিরিয়ে নাও।

বাঘঃ কেন, আমি আবার কি অপরাধ করলাম?

মানুষঃ তুমি আর সাধু সেজো না। ইঁদুরের কাছে ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি যে, তুমিই ওকে আমাদের মহল্লায় পাঠিয়েছো।

বাঘঃ মিথ্যা কথা! সর্বসম্মতিক্রমে রীতিমত গণতান্ত্রিক উপায়ে.....

মানুষঃ গুল্লী মারো তোমার গণতন্ত্রে! দু'দিন সময় দিলাম। ওকে ফিরিয়ে না নিলে.....

বাঘঃ আহা, আমার কথা আগে শোনো তো! তারপর না হয় তোমার গুল্লীটুল্লী মেরো। (চোখের ইশারায়) কাছে এসো। তোমাকে কানে কানে কিছু বলতে চাই।

মানুষঃ না, তুমি দূর থেকেই বলো। কেউ শুনবে না। এখানে আর কেউ নেই।

বাঘঃ (চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে) দ্যাখো, হাজার হলেও আমি ব্যাঘ্ররাজ। আমার একটা ইজ্জত আছে না? ব্যাপার হলোঃ নেংটি ইঁদুরকে যদি এখন আমরা ফিরিয়ে নিই, তা হলে প্রাণী-সমাজে আমার আর মুখ দেখানোর জো থাকবে না। কারণ ওকে মানব-সমাজে পাঠানোর প্রস্তাবটা আসলে আমিই.....

মানুষঃ (ব্যাঘ্ররাজের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) তুমিই দিয়েছিলে। সে আমি বিলক্ষণ জানি!

বাঘঃ সুতরাং এখন আর ওকে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তার চেয়ে আমি বলি কি, তোমরা বরং আমাদের বিড়ালকে নাও। সে-ই তোমাদের....

মানুষঃ (বাঘের কথা শেষ হওয়ার আগেই) কার কথা বলছো?

বাঘঃ বিড়াল, বিড়াল। সে-ই তোমাদের ঐ ইঁদুর-সমস্যার সমাধান করবে।

মানুষঃ বিড়াল তো শুনেছি তোমার সজাতি।

বাঘঃ হ্যাঁ, আমার মাসী। কিন্তু সে বাঘ-সম্প্রদায়ের কলংক!

মানুষঃ কেন, কলংক কেন?

বাঘঃ বাহ্, কলংক নয়? জংগলে এত বিরাট বিরাট প্রাণী থাকতে এই ফকিরনীটা শিকার ক'রে বেড়ায় এই এত টুকুন্ টুকুন্ পাখীর ছানা, গিরগিটি, তারপর নেংটি ইঁদুর! এখন নেংটি ইঁদুর পশু-সমাজ থেকে বিদায় নেওয়ার পর ইদানীং নাকি শামুকও বিড়ালের কবল থেকে রেহাই পাচ্ছে না! ছিঃ, কি লজ্জার কথা!! তোমাকে এ-সব বলতে আমার রুচিতেও বাধছে। তাই আমি বলি কি....

মানুষঃ বুঝেছি, বুঝেছি। তো ঠিক আছে। বিড়ালকে নিতে আমরা রাজী, তবে এক শর্তে।

বাঘঃ (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) শর্ত আবার কি?

মানুষঃ কথা হলো, আমরা একেবারে সেই প্রথমবার তোমাদের কাছ থেকে যে পশুপাখী চাইতে গিয়েছিলাম, সে তোমার এই অপদার্থ ইঁদুর-বিড়ালের জন্য নয়।

বাঘঃ তবে কার জন্য?

মানুষঃ গরু-ছাগল আর হাঁস-মুরগীর জন্য গো!

বাঘঃ (হুংকার ছেড়ে) খবরদার, ওসবের জন্য আবদার ধরবে না! ওগুলো আমাদের খোরাক।

মানুষঃ হ্যাঁ, তোমার বাপের খোরাক!

বাঘঃ (লেজ মোচড়াতে মোচড়াতে) বাপের খোরাক-ই তো! বিড়ালকে নিয়ে ভালোয় ভালোয় এখন-ই কেটে পড়ো, নইলে কপালে খারাবি আছে বলে দিলাম!!

[বাঘের হুম্‌কিতে কাজ হলো। মানুষ ভয় পেয়ে বিদায় নিলো। মানুষের পেছন পেছন বাঘের মাসী বিড়ালও বন থেকে চলে গেল। সেই থেকে মানব-সমাজে ইঁদুর সমস্যার একটা হিল্লে হলো। তবে মানুষ সুযোগ খুঁজতে থাকলো। একদিন সে বন থেকে গরু-ছাগলকে ফুস্‌লিয়ে তাদের নিজ সমাজে নিয়ে এলো। গরু-ছাগল অবশ্য আগে থেকেই মানুষের সংগে চলে আসতে রাজী ছিলো। কারণ বাঘ-সিংহের অত্যাচারে তারা ইতিমধ্যেই অতিষ্ঠ হোয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং মানুষকে তেমন বেগ পেতে হলো না। একটু দূরে গাধা দাঁড়িয়ে জাবর কাটছিলো। তাকে নিয়ে মানুষের কোনো সমস্যাই হলো না, একেবারে তার কান ধরে হিড় হিড় ক'রে টেনেই তাকে নিয়ে আসা গেল। এমনকি চলার পথে গাধা বিনীতকণ্ঠে মানুষকে বলেই বসলো, "জনাব, এত কষ্ট ক'রে হাঁটছেন কেন? বরং আমার পিঠে চড়ে বসলেই তো পারেন।" এমন সুন্দর প্রস্তাব কি আর মানুষ প্রত্যাখ্যান করতে পারে? মানুষ তার মাল-সামানসমেত সেই বিনয়ী পশুর পিঠে চেপে বসলো, আর মনে মনে বিস্তর হাসলো, "বাহ্ , এমন বিগলিত আর বোকা কিসিমের জানোয়ার আগে কখনো দেখিনি তো!" পথিমধ্যে মানুষ বন থেকে হাঁস-মুরগী আর কবুতরকেও চুরি ক'রে আনলো।

এই ঘটনার কয়েক মাস পর জিরাফ, জেব্রা ও হরিণের মধ্যে একদিন ভাবের আদান-প্রদান হচ্ছিলো।]

জিরাফঃ খবর শুনেছো তো?

জেব্রাঃ গরু-ছাগলের কথা বল্‌ছো তো? শুনেছি গো, শুনেছি! ওরা মানুষের সংগে গিয়ে ভুল-ই করেছে। কারণ মানুষ তাদের প্রতিশ্রুতি ভেংগে সমানে গরু-ছাগল ভক্ষণ ক'রে চলেছে।

হরিণঃ আমি তো শুনেছি, মানুষ তাদের আদর-যত্নও করছে।

জিরাফঃ আদর-যত্ন, না ছাই! জোয়াল আর গাড়ী টানার কাম করতে করতেই নাকি গরুর দফা রফা হচ্ছে! আর বাছুরের ভাগ মেরে মানুষ নাকি গরুর দুধও পান করছে। বক্‌রীর দুধও বাদ যাচ্ছে না। সেই সাথে হাঁস-মুরগীর মাংশ আর ডিম। আসলে মানুষ বড়ো স্বার্থপর! ওর জবানের কানাকড়িও দাম নেই।

জেব্রাঃ একদম খাঁটী কথা। শুনলাম, বিড়ালও নাকি গরু-ছাগলের দুধ খাচ্ছে। কি নেমক হারাম! এক পশু হোয়ে আরেক পশুর দুধ খাওয়া! ভাবতে পারো?

হরিণঃ ও কথা আর বোলো না। কেন, বাঘ-সিংহেরা আমাদের মাংশ খাচ্ছে না? বিড়াল তো বাঘের-ই জ্ঞাতি।

জিরাফঃ সবচেয়ে করুণ অবস্থা হলো গর্দভের। মানুষের কাঁড়ি কাঁড়ি বোঝা বইতে বইতেই নাকি তার অক্কা পাওয়ার জোগাড় হোয়েছে।

জেব্রাঃ তাও গাধার বরাত ভালো যে, মানুষ ওর মাংশ খাচ্ছে না।.... যাই হোক, মোদ্দা কথা হলোঃ আমরা মানুষের সংগে না গিয়ে বেঁচেই গেছি।

হরিণঃ এ ব্যাপারে আমি তোমাদের সংগে পুরোপুরি একমত নই। কারণ বনের পশু-সমাজে বাস ক'রেই বা কি এমন ভালো আছি আমরা? পশুরাজদের দাব্ড়ানি খেয়ে খেয়েই তো নিত্য প্রাণ হারাচ্ছি!

[হরিণের কথা জেব্রা ও জিরাফ একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলো না, শুধু "হুঁ-উ-উ!" বলে চুপ মারলো।.... ওদিকে বন থেকে মানুষের গরু-চুরি ও মুরগী-চুরির ঘটনার পর ইতিমধ্যে বাঘ-সিংহের সাথে তাদের সম্পর্কের ভীষণ অবনতি ঘটেছিলো। বাঘ-সিংহরা ক্রমাগতভাবে মনুষ্যপল্লীতে হামলা চালিয়ে গরু-ছাগল আর মানুষ মারতে শুরু করলো। এছাড়া তারা শেয়ালকেও লেলিয়ে দিলো হাঁস-মুরগী চুরির কাজে। মানুষও তার প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করলো। তারা ব্যাপকভাবে এই চতুষ্পদ শ্বাপদকূলের বিরুদ্ধে তাদের নিধন-অভিযান চালাতে থাকলো।

তারপর অনেকদিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে মনুষ্য-সমাজে ব্যাপকভাবে চোর-ছ্যাচ্ড়া আর গুন্ডা-বদমায়েশের উদ্ভব হলো। তাই তারা বন থেকে কুকুরকেও ভাগিয়ে আনলো এবং তাদেরকে নিরাপত্তা রক্ষার কাজে নিয়োগ করলো। মানব-সমাজে ক্রমশঃ অশান্তি বেড়েই চললো। মানুষে মানুষে ভয়ানক ঝগড়া-ফ্যাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হলো। তাই তারা জংগল থেকে হাতী-ঘোড়াকেও ধরে আনলো এবং তাদেরকে ব্যাপকভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করতে আরম্ভ করলো। বনের অন্য পশুপাখীরাও বাদ গেল না। ক্রমান্বয়ে ময়না-টিয়ে-তোতাকে ধরে ধরে খাঁচাতে পোরার ব্যবস্থা করা হলো। বাঘ-ভাল্লুক-সিংহ-গন্ডার-সাপ এমনকি বানরকেও ধরে এনে চিড়িয়াখানায় ঢোকানো হলো। —এই হলোঃ পশুপাখী ও মানুষের ইতিকথা।]

(তথ্যভিত্তিক রসাত্মক কল্পকাহিনী)

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ১৪/০৩/২০০৮

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন